ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 25 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮১ ● কলকাতা ● ২০ আষাঢ়, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৫ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

তৃণমূলে যোগ নিয়ে জল্পনা বাড়ালেন দিলীপ

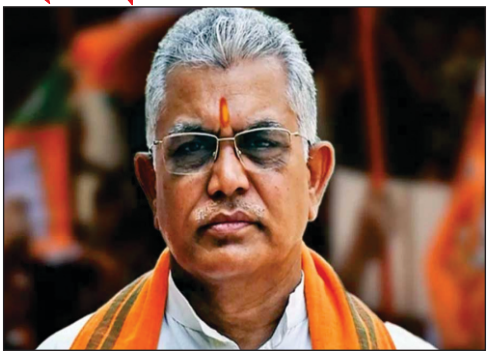

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দমদম: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দলের সঙ্গে দিলীপ ঘোষের দূরত্ব যে বাড়ছে তা বলাই বাহুল্য। মোদি, শাহের সভা তো দূর-অস্ত, নয়া রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বরণের অনুষ্ঠানেও নাকি ডাক পাননি তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে নানা চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, যা পরিস্থিতি তাতে ফুল বদলে তৃণমূলে চলে যাবেন না তো দাবাং বিজেপি নেতা?দলের সঙ্গে দূরত্ব ও দিলীপ ঘোষের সস্ত্রীক জগন্নাথ মন্দির দর্শন নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। এদিন আবারও সেবিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দিলীপ। বললেন, "আমাকে মুখ্যসচিব চিঠি দিয়েছিলেন। আমি একজন সম্মানীয় নাগরিক। সেই হিসেবে গিয়েছি। সরকারি প্রকল্প। কিন্তু আমি মনে করি, ওই মন্দির তৈরিতে আমার ট্যাক্সের টাকা আছে। এটা কারুর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। বহু লোক আমাকে ডাকে।" পাশাপাশি তৃণমূল নেতাদের কারও সঙ্গেই যে তার কোনওরকম সমস্যা নেই, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জবাবে দিলীপ নিজেই উসকে দিলেন জল্পনা। বললেন, "রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ পার্টি ঠিক করবে, ভগবানের খাতায় সব লেখা আছে।" নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণে যাওয়া অভ্যেস দিলীপ ঘোষে।

এরপর ৩ পাতায়

আজ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস, দেশজুড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণসভার আয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম তিরোধান দিবস। ১৯০২ সালের এই দিনে, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে, বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ করেন এই মহান আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর মৃত্যুর শতাধিক বছর পরেও তাঁর চিন্তা, বাণী ও আদর্শ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, প্রেরণাদায়ক।

দেশজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা সহ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আশ্রম ও ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে এই দিনটি।

বিশেষ প্রার্থনা সভা, ধ্যান কর্মসূচি, আলোচনা সভা ও স্বামীজির জীবনী নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন –

"আমি স্বামী বিবেকানন্দজিকে তাঁর তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর ভাবনা ও দর্শন আমাদের সমাজ ও দেশের পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছে। তাঁর শিক্ষাই আজকের প্রজন্মের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি।"

বেলুড় মঠে বিশেষ কর্মসূচি

বেলুড় মঠে আজ সকাল থেকেই হাজারো ভক্ত, অনুগামী ও সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।

সকালে ছিল পূজার্চনা ও ধ্যান, এরপর স্বামীজির জীবনের উপর ভিত্তি করে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা।

রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপাত্র জানান,

"স্বামীজির মহাসমাধির এই দিনটি আমাদের কাছে শুধুই শোকের নয়, বরং তাঁর চিন্তাধারাকে মনে করিয়ে দেওয়ার দিন। তাঁর আদর্শে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করাই আমাদের লক্ষ্য।"

স্বামীজির শেষ দিন

১৯০২ সালের ৪ জুলাই রাতে, স্বামী বিবেকানন্দ দীর্ঘ ধ্যান ও কর্মব্যস্ত দিনের শেষে নিজের কক্ষে ফিরে যান। সেদিন রাতেই তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। বিশ্বাস করা হয়, তিনি নিজেই নিজের মৃত্যুর দিন নির্ধারণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শরীর ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু একজন আধ্যাত্মিক গুরু নন, তিনি একজন চিন্তানায়ক, একজন যুবদের পথপ্রদর্শক, একজন মানবতাবাদী। তাঁর বাণী—"উঠো, জাগো এবং লক্ষ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত থেমো না"—আজও কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রেরণার উৎস।

আজকের এই তিরোধান দিবসে তাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে দেশবাসী নতুন করে আত্মনির্ভরতার ও মানবসেবার শপথ নিলেন

দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ির চালকদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

যাত্রী পরিবহন,পণ্য পরিবহন সহ অন্যান্য পরিবহনে নিরন্তর পরিষেবা দিয়ে চলেছেন বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর চালকরা।এবার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই চালকদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলো ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ।পথ দুর্ঘটনা এড়ানোর পাশাপাশি যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই গাড়ি চালকদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করলো ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ । শুক্রবার ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচ মাথা মোড়ে স্বাস্থ্য শিবির করে বাস,লরি অটো ও টোটো চালক সহ অন্যান্য গাড়ির চালকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় । সেই সঙ্গে চক্ষু পরীক্ষাও করা হয়। 'সেফ ড্রাইভ ও সেফ লাইফ' কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এই শিবিরের আয়োজন করা হয় । যাত্রীদের সুরক্ষার্থে চালকদের সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি । স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ড্রাইভারদের চোখের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করা হয় এবং যাদের চোখের সমস্যা ধরা পরে, তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সম্পর্কে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লাহু হাসান বলেন, পথ দুর্ঘটনা এড়াতে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে চলছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। ঝাড়গ্রাম জেলায় পথ দুর্ঘটনার হার কমাতে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ শুরু হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে চালকদের সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি। তাই চালকদের কথা মাথায় রেখে ঝাড়গ্রাম শহরে স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। যেখানে চালকরা তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা করান। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে যেমন সাধুবাদ জানাই গাড়ির চালকরা তেমনি সাধুবাদ জানিয়েছেন আমজনতা।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলে যোগ নিয়ে জল্পনা বাড়ালেন দিলীপ

শুক্রবারও তার অন্যথা হয়নি। এদিন ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণ সারেন তিনি। সেখানেই মুখ খোলেন তৃণমূলে যোগ প্রসঙ্গে। বললেন, "আমার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ পার্টি ঠিক করবে। ভগবানের খাতায় লেখা আছে। আমাকে বিজেপি নিয়ে এসে একটা জায়গা দিয়েছিল। আমি নিজে থেকে আসিনি। পার্টি চেয়েছে তাই আমি এসেছি। পার্টি আমাকে রাজ্য সভাপতি করেছে, বিধায়ক করেছে, সাংসদ করেছে, জাতীয় নেতা করেছে। আমি নিজে থেকে কিছু চাইনি। পার্টি আমাকে গাড়ি দিয়েছে, সিকিউরিটি দিয়েছে। আমি নিজে এগুলোর কোনওটাই চাইনি। পার্টি যদি মনে করে আমি এখন সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করব, তাহলে তাই করব।" এরপরই তিনি বলেন, "আমাকে ডাকলে আমি যাই। না ডাকলে যাই না।" অর্থাৎ অভিমান যে একরাশ জমেছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ।

ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের তৎপরতায় ধৃত চার কোকো গ্যাং

সানওয়ার হোসেন, ডায়মন্ড হারবার

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিথুন কুমার দে এবং ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সাকিব আহমেদ সাহেব এবং মগরাহাট থানা ও উস্তি থানার ভারপ্রাপ্ত সার্কেল চীফ অফিসার ইনচার্জ রাজু সোনকার এবং মগরাহাট থানার ওসি পিযুষ কুমার নেতৃত্ব একটি কোকো গ্যাং কে পাকড়াও করে। তাদের কাছ থেকে খোয়া যাওয়া সোনার গয়না ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। ধৃত ব্যাক্তি রা যাত্রীদের সাথে আলাপ করে তাদের কে ভুল তথ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও সোনার গয়না ছিনতাই করে নেয়। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ পক্ষ থেকে উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে। আজ তাদের কে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত নাম রাজু হালদার এবং সোমেন রায় সহ আরো দুই জন কে ধরে ফেলে। তাদের কাছ থেকে খোয়া যাওয়া টাকা ও সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। এই কোকো গ্যাং এর সাথে আরো কোন সদস্য জড়িত রয়েছে কি না তা সুনিশ্চিত করতে চায় ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। সেই সঙ্গে বিগত কয়েক বছর ধরে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল মিতুন কুমার দে এবং ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সাকিব আহমেদ সাহেব এবং তাদের অধীনে থানার ওসি ও আই সি রা অপরাধ মুক্ত জেলা পুলিশ তৈরি করতে বড় ভূমিকা পালন করে আসছেন।এর আগে মাদক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করেছে তাজা কার্তুজ ও বোমা। আগামী দিনে অপরাধ মুক্ত জেলা পুলিশ করতে সবধরনের সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।

ত্রিনিদাদ ও ট্যোবাগোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী কমলা পেরসাদ-বিসেসার আয়োজিত ঐতিহ্যশালী নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান

নতুনদিল্লি, ৪ জুলাই, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, ত্রিনিদাদ ও ট্যোবাগোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী কমলা পেরসাদ-বিসেসার আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী নৈশভোজে যোগদান করেছেন। এই নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রীকে সোহারি পাতায় খাদ্য পরিবেশন করা হয়। ত্রিনিদাদ ও ট্যোবাগোর যে সব নাগরিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত, তাঁদের কাছে সোহারি পাতায় খাদ্য পরিবেশন করা বিশেষ

এরপর ৬ পাতায়

নার্সিংহোমে 'দাদাগিরি' কাণ্ডে পুলিশি তলব এড়ালেন কৌস্তভ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বারাকপুর: পুলিশি তলবে হাজিরা এড়ালেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। বারাকপুর ওয়ারলেস মোড় সংলগ্ন বেসরকারি নার্সিংহোমে তাণ্ডবের অভিযোগে তাকে নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ। শুক্রবার সকাল ১১টায় মোহনপুর থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল না তাঁর। কিন্তু কাজে ব্যস্ত রয়েছেন জানিয়ে সময় চেয়ে এদিন লিখিতভাবে জানিয়েছেন বিজেপির এই আইনজীবী নেতা।যদিও তৃণমূলের এই প্রতিবাদ তাঁর বাড়ির সামনে করা নিয়ে সরব হয়েছেন কৌস্তভ। তিনি জানিয়েছেন, "আমি বা আমার পরিবার এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভীত সন্ত্রস্ত নই। জানি ওদের কিভাবে জবাব দিতে হয়। তবে বাড়ির সামনে এমটা করা উচিত হয়নি, অবশ্যই এনিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানাব।" সঙ্গে তলব এড়ানো নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, "আদালত ও দলীয় কাজে কদিন খুবই ব্যস্ত আছি। তাই সাত দিন সময় চেয়ে থানায় লিখিত জানিয়েছি।" তবে, তাঁর এই হাজিরা না দেওয়া নিয়ে পুলিশ পরবর্তী আইনানুগ নেমে বলেই খবর। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বেসরকারি হাসপাতালে তাণ্ডবের ঘটনায় কৌস্তভের সঙ্গে আর করা ছিল, তাদের চিহ্নিত করেও আইনি

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কীভাবে নিয়োগ হয়েছিল মনোজিৎ মিশ্রর?

কীভাবে নিয়োগ হয়েছিল মনোজিৎ মিশ্রর? এবার পুলিশের স্ক্যানারে নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি। ইতিমধ্যেই নিয়োগসংক্রান্ত সমস্ত নথি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। অ্যাটেনডেন্সের জন্য নির্দিষ্ট রেজিস্টারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কলেজে মনোজিতের আসা-যাওয়ার তথ্য পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ২৫ তারিখ কসবায় কলেজের মধ্যে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে মনোজিৎ মিশ্র ছাড়াও জেব আহমেদ ও প্রমিত মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরে নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার দিন সন্ধে ৭টা ৩০ থেকে থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কী কী ঘটেছিল? পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন তদন্তকারীরা। নির্যাতিতার এফআইআরের সঙ্গে গোটা বিষয়টি মিলিয়ে দেখা হয়। বয়ান মিলিয়ে দেখতে গত শনিবার সন্ধে সাড়ে আটটা নাগাদ নির্যাতিতাকে কলেজে নিয়ে আসে পুলিশ। আজ অভিযুক্তদের নিয়ে এই মামলায় প্রথমবার পুনর্নির্মাণ করা হয় কলেজে।৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট পরে অভিযুক্তদের নিয়ে বেরিয়ে যান তদন্তকারীরা। আজ আলিপুর আদালতে তোলা হবে নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়কে।কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে লালবাজারের একটি সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের গভর্নিং বডির রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করে।এর পাশাপাশি অ্যাটেনডেন্সের জন্য নির্দিষ্ট রেজিস্টারও বাজেয়াপ্ত করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তদন্তকারীরা বলছেন যে অনেক জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছে মনোজিৎ এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে নিয়মিত সইও করত না। মনোজিৎ আদৌ রোজ সই করত কিনা নাকি প্রভাব খাটিয়ে সই করত না, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। এই সব তথ্য জানার জন্য ওই রেজিস্টার গুরুত্বপূর্ণ। গভর্নিং বডি মনোজিতকে নিয়োগ করেছে। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের অফিসে নিয়োগ সংক্রান্ত যে নথি রয়েছে, সেসবও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই নথি পরীক্ষা করলেই পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারবেন, এই নথি ৪৫ দিন অন্তর অন্তর যে পুনর্নবীকরণ যে হয়, সেটা কার মাধ্যমে হয়। কারা তাতে সই করেন। একইসঙ্গে মনোজিৎ মিশ্রের নিয়োগের পেছনেও বা কে রয়েছেন তাও উঠে আসতে পারে তদন্তে।

কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্র সহ ৪ অভিযুক্তকে নিয়ে ল' কলেজে পুনর্নির্মাণ করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। আজ ভোর ৪টে নাগাদ চার অভিযুক্তকে নিয়ে কলেজে যান তদন্তকারীরা। কলেজের বিভিন্ন অংশে চলে পুনর্নির্মাণ। ইউনিয়ন রুম, গার্ড রুম থেকে শৌচালয়, সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় ৪ অভিযুক্তকে। নির্যাতিতার অভিযোগ অনুযায়ী পর পর ঘটনাক্রম মিলিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ছিলেন কলেজে। ৪ অভিযুক্তকে বের করে নিয়ে যাওয়ার পরে কলেজের বিভিন্ন অংশে থ্রিডি ম্যাপিং করেন তদন্তকারীরা। ইউনিয়ন রুম, গার্ড রুমের থ্রিডি ম্যাপিং করা হয়। ক্রাইম সিনের ডিটেল মডেল তৈরি করতে এই থ্রিডি ম্যাপিং ব্যবহার করা হয়। কোনও প্রমাণ যাতে চোখ না এড়ায়, সেইজন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থলের ৩৬০ ডিগ্রির ছবি ধরা পড়ে থ্রিডি ম্যাপিংয়ে। ঘটনাস্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে থ্রিডি ম্যাপিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফটোগ্রামেট্রি টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে এই স্ক্যানারে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চর্তুদশ পর্ব)

শ্বেত পদ্ম। বজ্রবীণা সরস্বতীও দ্বিভুজা, শ্বেতবর্ণা আর দুই হাতে বীণা ধরে আছেন। মহাসরস্বতীর সঙ্গে বজ্রবীণা সরস্বতীর অনেকটাই মিল দেখা যায়। বৌদ্ধ সাধনমালা অনুযায়ী বজ্রসারদা দ্বিভুজা, পদ্মাসীনা এবং ত্রিনেত্রা; এক হাতে পদ্ম অন্য হাতে পুস্তক। আর্যা সরস্বতী ষোড়শী বালিকার মত উদ্ভিন্নযৌবনা, শ্বেতবর্ণা। ডানহাতে রক্ত পদ্ম ও বাম হাতে সনাল পদ্ম এবং প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক। সরস্বতী দেবীর প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

নার্সিংহোমে 'দাদাগিরি' কাণ্ডে পুলিশি তলব এড়ালেন কৌস্তভ

পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, চিকিৎসক দিবসের রাতে কৌস্তভের আঙুল উঁচিয়ে চিকিৎসকদের হুমকি, শাসানোর অভিযোগের সেই ঘটনা প্রতিবাদে সরব তৃণমূল। শুক্রবার সকালে বারাকপুর পুরসভার ১০নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড ক্যালকাটা রোড সংলগ্ন কৌস্তভের বাড়ির এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করে শাসক শিবির। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম দাস, ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রভাত ঘোষ-সহ একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর ও দলীয় কর্মীরা। এনিয়ে চেয়ারম্যান উত্তম দাস বলেন, "আমরা হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারি রোগী মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের কোনো দোষ নেই। অকারণে লোক দেখানোর জন্য এক বিজেপি নেতা চিকিৎসকদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে হেনস্তা করেছে। এনিয়েই এদিন এলাকার মানুষকে জানানো হচ্ছে। বলা হল এমন কোনো সমস্যায় পড়লে আমাদের জানাতে।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দীপান্বিতা কালীপুজোর সঙ্গে কৈবল্য সংযোগের আরেকটি প্রমাণ বোধকরি চামুণ্ডা মূর্তির অস্থিচর্মসার রূপ, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দন্তুরা চামুণ্ডা মূর্তি। বুদ্ধের অস্থিচর্মসার মূর্তির মত, এই মূর্তিটিও জাগতিক বিলাস ত্যাগের আহ্বান এবং ধ্রুপদী সাংখ্যের আদর্শে নির্মিত বলা যেতে পারে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১২৩ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

(শেষ পর্ব)

'অপারেশন সিন্দূর'-এর বীর যোদ্ধাদের এই বন উৎসর্গ করা হয়েছে। সিন্দূর বনের চারা গুলি সেই বীর সেনানীদের স্মরণে লাগানো হচ্ছে, যাঁরা দেশের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করেছিলেন।

এখানে আরো এক অভিযানকে নতুনভাবে গতিশীল করা হয়েছে - "এক পেড মা কে নাম" দেশে কোটি কোটি গাছ লাগানো এই অভিযানের অন্তর্গত আপনিও আপনার গ্রামে বা শহরে এই অভিযান চলছে তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন। গাছ লাগান, জল বাঁচান, পৃথিবীর সেবা করুন কারণ যখন আমরা প্রকৃতিকে রক্ষা করি তখন আসলে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষিত করি।

বন্ধুরা, মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামও এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছে। ছত্রপতি সম্ভাজি নগর জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত 'পাটোদা'। এটি একটি কার্বন নিউট্রল গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রামে কেউ নিজের বাড়ির আবর্জনা বাইরে ফেলে না। সব বাড়িতেই আবর্জনা একত্রিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দূষিত জল শোধনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে শোধন না হয়ে কোন জল নদীতে যায় না। এখানে ঘুঁটে দিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় ও তার ছাই ব্যবহার করে প্রয়াত ব্যক্তির নামে গাছ লাগানো হয়। এই গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখার মতন। ছোট ছোট অভ্যেস যখন সর্বজনীন সংকল্পে পরিণত হয় তখন বড় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

আমার প্রিয় বন্ধুরা, এই সময় সবার নজর আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের দিকেও রয়েছে। ভারত এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। আমার গতকাল গ্রুপ ক্যাপ্টেন সুভাংশু শুক্লার সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনিও সুভাংশুর সঙ্গে আমার কথোপকথন অবশ্যই শুনে থাকবেন। এখন সুভাংশুকে আরো বেশ কয়েকদিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে থাকতে হবে। আমরা এই মিশন সম্পর্কে আরো আলোচনা করব, কিন্তু 'মন কি বাতের' পরবর্তী পর্বে।

এবার সময় হয়েছে, এই পর্বে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার। কিন্তু বন্ধুরা, যাওয়ার আগে আমি আপনাদের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন সম্পর্কে মনে করিয়ে দিতে চাই। পরশু অর্থাৎ ১লা জুলাইতে আমরা দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেশাকে সম্মান জানাই, ডাক্তার ও সি এ। এরা দুজনেই সমাজের এমন এক স্তম্ভ যা আমাদের জীবনযাপনকে উন্নত করে। ডাক্তার আমাদের স্বাস্থ্যের রক্ষক এবং সিএ বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট আমাদের আর্থিক জীবনের পথ প্রদর্শক। আমার সমস্ত ডাক্তার ও চার্টার্ড একাউন্টেন্টদের অনেক অনেক শুভকামনা।

বন্ধুরা, আপনাদের পরামর্শের অপেক্ষায় আমি সর্বক্ষণ থাকি। 'মন কি বাতের' পরবর্তী পর্ব আপনাদের এইসব পরামর্শে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আবার কথা হবে নতুন বিষয় নিয়ে, নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে, দেশবাসীর নতুন সাফল্যের খতিয়ান নিয়ে। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার।

তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের আগেই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী! সভা করতে পারেন কলকাতায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূলের বিরাট কর্মসূচি। তবে তার আগেই রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, কলকাতায় সভা করতে পারেন তিনি! বিজেপি সূত্রে খবর এমনটাই।

৩ জুলাই রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই তিনি তৃণমূলের বিসর্জনের ডাক দিয়েছেন। পাশাপাশি, ২৬-র ভোটে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠনের জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বলেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতিকে নিয়েই চলতি মাসে সভা করতে পারেন নরেন্দ্র মোদী।

সূত্রের খবর, দমদম কিংবা বারাসতের কোথাও জনসভা হতে পারে মোদীর। বারাসত, বনগাঁ, বারাকপুর, কলকাতা উত্তর – এই চার সাংগঠনিক জেলাকে নিয়ে জনসভা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। এর আগে মে মাসে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এবার দক্ষিণবঙ্গে তাঁর জনসভা।

বৃহস্পতিবার কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শমীক ভট্টাচার্যের মাথায় তুলে দেওয়া হয় বঙ্গ বিজেপির কাণ্ডারির মুকুট। দায়িত্ব নিয়ে প্রথম বার্তাতেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখা যায় শমীকের। বলেন, "একদিন বাংলায় বিজেপি অপাঙক্তেয় ছিল, আমাদের ভোট ১ শতাংশের নীচে ছিল। আর আজ বাংলার মানুষ তৃণমূলকে হঠিয়ে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠনের জন্য তৈরি হচ্ছেন। এবারে আর দু'শ পার নয়, তৃণমূলের পরপার নিশ্চিত।"

শমীক এও বলেন, "মমতার বিকল্প মুখ কোথায়? বাংলার মানুষ স্থির করে নিয়েছেন, ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলকে তাঁরা বিদায় দেবেন, কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততার প্রতীক আর কাজে লাগছে না। দুর্নীতির সরকারকে হঠাতে মানুষ বদ্ধ পরিকর।" এখন নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বড় জনসভায় নরেন্দ্র মোদীকে পাশে পেলে তাঁর যে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে এবার নির্মলা সীতারামন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য সভাপতি পেয়েছে। এবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বাছাইয়ের পালা। জেপি নাড্ডার বদলে কে সভাপতি হবেন? তা নিয়ে গুঞ্জন চলছে বেশ কয়েকদিন ধরেই। সেখানেই এবার শোনা যাচ্ছে মহিলা প্রার্থীর কথা। সূত্রের খবর, এবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে কোনও মহিলা নেত্রীকে বসানো হতে পারে।

আইনজীবী থেকে বিজেপি নেত্রী হন বনথী। তামিলনাড়ুর বাসিন্দা বনথী ১৯৯৩ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। রাজ্য সভাপতি থেকে সাধারণ সম্পাদক, তামিলনাড়ুর উপ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বর্তমানে কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের বিধায়ক বনথী। ২০২০ সালে তাঁকে বিজেপি মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি করা হয়। ২০২২ সালে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য হন।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে যাকেই নিয়োগ করা হোক না কেন, তার নামে আরএসএসের সম্মতির প্রয়োজন। সূত্রের খবর, মহিলা সর্বভারতীয় সভাপতি বাছাইয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আরএসএসের তরফ থেকেই।এবং সভাপতি হিসাবে সবার প্রথমেই উঠে আসছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নাম।

যদি সত্যিই কোনও মহিলাকে সর্বভারতীয় সভাপতি পদে বসানো হয়, তবে তা বিজেপির ইতিহাসে প্রথমবার হবে। গত ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসেই জেপি নাড্ডার সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সামনেই লোকসভা থাকায়, তখন তাঁর পদের মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত করা হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান জেপি নাড্ডা।

বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী, এক ব্যক্তি এক পদেই থাকতে পারেন। সেই হিসাবেই জেপি নাড্ডার উত্তরসূরী কে হবেন, তা খোঁজা হচ্ছিল। শীর্ষনেতারা একাধিক বৈঠক করেছেন এই বিষয় নিয়ে। বিজেপির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, একাধিক বিজেপি নেত্রীর নাম উঠে আসছে। নতুন সভাপতির দৌড়ে নাম শোনা যাচ্ছে নির্মলা সীতারামন, ডি পুরান্ডেশ্বরী ও বনথী শ্রীনিবাসনের। তিনজনই আবার দক্ষিণ ভারতের।

নির্মলা সীতারামন-

সভাপতি হওয়ার দৌড়ে প্রথমেই এগিয়ে রয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সম্প্রতিই তিনি জেপি নাড্ডা ও বিএল সন্তোষের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন দলের সদর দফতরে। এরপর থেকেই গুঞ্জন। অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের দক্ষতার জন্যই নির্মলা সীতারামনকে বেছে নেওয়া হতে পারে।

দক্ষিণ ভারতে তেমন শক্তিশালী সংগঠন নেই বিজেপির। নির্মলা সীতারামনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হলে, দক্ষিণেও জোর বাড়বে বিজেপির। এর আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন নির্মলা। সংঘ পরিবারের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভাল। তবে নির্মলা সীতারামনকে সর্বভারতীয় সভাপতি করলে, অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে হবে অন্য কাউকে।

ডি পুরান্ডেশ্বরী-

নির্মলা সীতারামন বাদে আরও একজনের নাম সবথেকে বেশি শোনা যাচ্ছে, তিনি হলেন ডি পুরান্ডেশ্বরী। অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তিনি। একাধিক ভাষায় কথা বলতে দক্ষ তিনি। বিজেপির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। সম্প্রতি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশ্বে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিনিধি দলেরও সদস্য ছিলেন তিনি।

(৩ পাতার পর)

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী কমলা পেরসাদ-বিসেসার আয়োজিত ঐতিহ্যশালী নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান

তাৎপর্যপূর্ণ।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

"ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী কমলা পেরসাদ-বিসেসার আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী নৈশভোজে সোহারি পাতায় খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর যে সব নাগরিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত, তাঁদের কাছে সোহারি পাতায় খাদ্য পরিবেশন করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উৎসব সহ অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে এইভাবে খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

ফের তালিবানি জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ

বেবি চক্রবর্তী

এবার পাকিস্তানের শান্তি নেই। বালুচ প্রায় হাতছাড়া হতে চলেছে। তারমধ্যে নিত্যনতুন জঙ্গি হামলায় গভীর সংকটে দেশটা। পাকিস্তানকে গিলে খাচ্ছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)! ফের জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ। গ্রেনেড বিস্ফোরণে উড়ে যায় একটি সরকারি গাড়ি। মৃত্যু হয়েছে উচ্চ পদস্থ আধিকারিক-সহ ৫ জনের। আহত ১১। এই ঘটনায় টিটিপিরই হাত দেখছেন তদন্তকারীরা। এর আগে বহুবার তালিবান জঙ্গি গোষ্ঠীর কামড়ে রক্তাক্ত হয়েছে এই অঞ্চল। এপি সূত্রে খবর, গতকাল বুধবার বিকালে খাইবার পাখতুনখোয়ার জনজাতি অধ্যুষিত বাজাউর জেলায় বিস্ফোরণটি হয়। হামলায় নিহত হয়েছেন বাজাউরের সহকারী কমিশনার ফয়জল ইসমাইল এবং মহকুমাশাসক আবদুল ওয়াকিল। এছাড়া দুই পুলিশকর্মী এবং এক সাধারণ নাগরিকও প্রাণ হারিয়েছেন। বাজাউরের পুলিশ প্রধান ওয়াকাস রফিক জানিয়েছেন, খার তহসিলের সিদ্দিকাবাদ রেলওয়ে এলাকায় নাওগাই সড়কে সরকারি গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা চালায় জঙ্গিরা।

জখমদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতাল পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনায় টিটিপিই রয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাথা ব্যথার অন্যতম বড় কারণ এই আফগানিস্তানের মদতপুষ্ট টিটিপি জঙ্গি। খাইবার পাখতুনখোয়া, বালুচিস্তান-সহ পাক-আফগান সীমান্ত এই জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখান থেকে প্রায়শই পাক সেনাবাহিনীর উপর চলে মারণ হামলা। এদিকে, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি। সেখানেও চিনা আধিকারিকদের উপর বহুবার হামলা চালিয়েছে এই জঙ্গিরা।

সিনেমার খবর

কত আয় করলো আমিরের ‘সিতারে জামিন পার’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রেক্ষাগৃহে ২১ জুন মুক্তি পেয়েছে আমির খানের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘সিতারে জামিন পার’। বক্স অফিসে শুরুটা ভালো না হলেও সপ্তাহান্তে ব্যবসার গতি বেশ বাড়িয়েছে সিনেমাটি। অর্থাৎ মাত্র চার দিনে ১০০ কোটি রুপির মাইলফলক স্পর্শ করেছে ‘সিতারে জামিন পার’।

ভারতের বক্স অফিস রিপোর্টভিত্তির অনলাইন স্যাকনিল্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাত্র চার দিনেই ১০০ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করেছে ছবিটি।

রিপোর্ট অনুসারে, মুক্তির চার দিনের মধ্যে ভারতে ৬৬.৬৫ কোটি রুপি ও বিদেশের বাজার থেকে অতিরিক্ত ৩০ কোটি রুপি নিয়ে চলচ্চিত্রটির বিশ্বব্যাপী মোট সংগ্রহ এখন দাঁড়িয়েছে ১১০ কোটি রুপিতে। তবে এটি এখনও সালমান খানের সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘সিকান্দার’-এর চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। সালমানের সিনেমাটি চার দিয়ে বক্স অফিসে আয় করেছিল ১৭৭ কোটি রুপি।

‘সিতারে জামিন পার’ ছবিটি দর্শক, সমালোচক এবং চলচ্চিত্র জগতের অনেকের কাছে প্রশংসা অর্জন করেছে।

জাভেদ আখতার লিখেছেন, “দ্বিতীয় দিনে বক্স অফিসে ‘সিতারে জামিন পার' যে রেকর্ড করেছে তা জানতে পেরে খুব খুশি। কে বলে যে ভালো চলচ্চিত্রের দর্শকদের মধ্যে কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। আমির খান ও তার টিমকে অভিনন্দন।”

সিনেমাটি দেখে দক্ষিণী সুপারস্টার মহেশ বাবু লিখেছেন, “সিতারে জামিন পার’ ছবিটি এত সুন্দর, যা আপনাকে হাসাবে, কাঁদবে এবং হাততালি দিতে বাধ্য করবে। আমির খানের সমস্ত ক্লাসিক সিনেমার মতোই এটা। আপনি আপনার মুখে একটি বড় হাসি নিয়ে বেরোবেন এই ছবি দেখে।”

এর আগে ছবির প্রচারে গিয়ে আমির বলেছিলেন, ‘সিতারে জামিন পার’ কোনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে না। এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে মাল্টিপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া।

আরএস প্রসন্নর পরিচালিত এ সিনেমায় আমির খান ছাড়াও অভিনয় করেছেন জেনেলিয়া দেশমুখ, আরুষ দত্ত, গোপী কৃষ্ণ ভার্মা, সম্বিত দেশাই, বেদান্ত শর্মা, আয়ুষ বনশালি, আশিস পেন্ডসে, ঋষি শাহানি, ঋষভ জৈন, নমন মিশ্র এবং সিমরান মঙ্গেশকরসহ দশজন নবাগত শিল্পী।

দিশার অজানা গল্প

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্তমান সময়ে বলিউডের জনপ্রিয় নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম একজন দিশা পাটানি। নিজের গ্ল্যামার, মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে তিনি এখন বি-টাউনের প্রতিষ্ঠিত একজন। তবে আজকের এই স্থানে পৌঁছানো মোটেও সহজ ছিল না দিশার জন্য, যা নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন তিনি।

জানিয়েছেন ক্যারিয়ার শুরুতে তাকে তার প্রথম চলচ্চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি এবং করে গেছেন পরিশ্রম। দিশা পাটানি মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। এরপর ২০১৩ সালে পন্ডস ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ইন্দোর সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানারআপ হন। তারপর তামিল নায়ক বরুণ তেজের বিপরীতে তেলুগু সিনেমা ‘লোফার’ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর ২০১৬ সালে বলিউড তারকা টাইগার শ্রফের সঙ্গে মিউজিক ভিডিও এবং সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে ‘এম এস ধোনি : দ্য আনটোল্ড স্টোরি’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করার পর আর তাকাতে হয়নি পেছন ফিরে। দিশা পাটানি সম্প্রতি তার ক্যারিয়ারের শুরু নিয়ে ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আজকের এই অবস্থানে পৌঁছাতে মোটেও আমার জন্য সহজ ছিল না।

ক্যারিয়ারের শুরুতে আমাকে নিয়ে একটি চলচ্চিত্র শুরু হওয়ার কথা ছিল, যা ছিল আমার চুক্তি হওয়া প্রথম সিনেমা। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই তারা আমাকে সিনেমাটি থেকে বাদ দিয়ে দেয়। তারপর কাজটি আর করা হয়নি।’ এই ঘটনার পর ভেঙে না পড়ে দিশা কঠোর পরিশ্রমের পথ বেছে নেন, যা নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘তারা আমাকে বাদ দেওয়ার পর আমি কিছুটা ব্যথিত হই, তবে ভেঙে পড়িনি। এরপর মানসিক শক্তি আরও বৃদ্ধি করে নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করি।’

এরপর নিজের ঘর ছাড়ার গল্প এবং আর্থিক অসচ্ছলতা নিয়ে দিশা আরও বলেন, ‘মুম্বাইতে আমি একা ছিলাম, নিজের অর্থ উপার্জন করতাম এবং পরিবারের কারও কাছে অর্থ চাইনি। মুম্বাইয়ে মাত্র ৫০০ টাকা নিয়ে এসেছিলাম এবং একটা সময় আমার অর্থও শেষ হয়ে যায়। অনেক অডিশন দিয়েছি, বিশেষ করে টিভিসিতে, কারণ একটা চাপ ছিল যে, এ মাসে কাজ না পেলে ঘরভাড়া দিতে পারব না। কিন্তু আমি হাল ছাড়ার পাত্রী নই। তাই এর শেষ দেখতে কঠিন পরিশ্রম শুরু করি। সেই পরিশ্রমই আজ আমাকে এ স্থানে নিয়ে এসেছে।’ অভিনয় ছাড়াও দিশা পাটানি একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী এবং ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার। এ ছাড়া এরই মধ্যে তিনি বলিউডের বড় বড় প্রজেক্টে অভিনয় করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন।

কৃতি নাকি কিয়ারা, কে হচ্ছেন মীনাকুমারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ষাটের দশকের সাড়া জাগানো নায়িকা মীনাকুমারীর জীবনী নিয়ে সিনেমা নির্মাণ হচ্ছে। গত বছর এ ঘোষণা দিয়েছিলেন পরিচালক সিদ্ধার্থ পি মলহোত্র। মীনাকে পর্দায় জীবন্ত করার ডাক পেয়েছেন এই প্রজন্মের দুই প্রথম সারির নায়িকা- কৃতি শ্যানন, কিয়ারা আদভানি।

নির্মাতা জানান, সিনেমার নাম ‘কমল ওর মীনা’। ছবির চিত্রনাট্য লেখা শেষ হয়েছে। সংলাপ নিয়ে ঘষামাজা চলছে।

কিয়ারা যদি মীনাকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করেন তাহলে মা হওয়ার পর এই ছবি দিয়েই অভিনয় দুনিয়ায় ফিরবেন তিনি।

নির্মাতা সিদ্ধার্থ জানিয়েছিলেন, পরিচালক কমল অমরোহী তার অভিনেত্রী স্ত্রী মীনাকে অজস্র চিঠি লিখেছিলেন। তার উপর ভিত্তি করে ছবি তৈরি হবে। তিন জন নায়িকাকে সিদ্ধার্থের দল পছন্দ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম কৃতি ও কিয়ারা।

পরিচালকের কথায়, ‘নিখুঁত অভিনয়ের পাশাপাশি উর্দু ভাষায় সাবলীল হতে হবে নায়িকাকে। তাই এখনও কাউকে চূড়ান্ত করা হয়নি।’ ফলে বলিউডে গুঞ্জন, কিয়ারা ইতিমধ্যেই চিত্রনাট্য শুনে জানিয়েছেন কাহিনি, চিত্রনাট্য তার পছন্দ হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। বাকি রয়েছে চুক্তি সইয়ের কাজ।

ছবি প্রসঙ্গে পরিচালক আরও জানিয়েছেন, ছবিতে মীনা, কমল ছাড়াও তার প্রথম স্ত্রী মেহমুদিজিকেও দেখানো হবে। ছবিতে উর্দু ভাষায় অনেক সংলাপ থাকবে। তাই যিনি নায়িকা হবেন তাকে এই ভাষা লিখতে এবং পড়তে জানতে হবে। মীনাকুমারী অভিনয়ের পাশাপাশি উর্দুতে উঁচু দরের কবিতা লিখতে পারতেন। ফলে নায়িকাকে কড়া প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকতে হবে। তারপর তিনি শুরু করবেন শুটিং।

গিলের ২৬৯ রানের মহাকাব্য, অধিনায়ক হিসেবে ভারতের সর্বোচ্চ টেস্ট রান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এজবাস্টনের রোদেলা দুপুরে যখন ব্যাট ছুড়ে শূন্যে উল্লাস করলেন শুভমান গিল, তখনই লিখে ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়। ২৫ বছর বয়সী এই অধিনায়ক ৩১১ বলেই স্পর্শ করেন ডাবল সেঞ্চুরির মাহাত্ম্য, আর ইনিংস থামান ২৬৯ রানে—যা একে গড়ে তোলে রেকর্ডের পাহাড়।

ডাবল সেঞ্চুরির পর শূন্যে ছোঁড়া ব্যাট, মাথার ওপর তুলে ধরা হেলমেট আর উঁচিয়ে ধরা ব্যাটের ভঙ্গিতে গিল বুঝিয়ে দিলেন, এই কীর্তি শুধু ব্যক্তিগত নয়—পুরো দেশের গৌরব। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট ডাবল সেঞ্চুরির অনন্য রেকর্ড গড়েছেন তিনি।

এজবাস্টনের এই ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ৩১১ বল খেলে ২০০ ছুঁয়ে থামলেন না গিল; শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ২৬৯ রানে মাঠ ছাড়লেন। এটিই তার টেস্ট ক্যারিয়ারের সেরা স্কোর, আর ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ রান, ভেঙে দিলেন বিরাট কোহলির ২০১৯ সালের ২৫৪* রানের রেকর্ড।

চার নম্বর পজিশনে ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ স্কোরের মালিকও এখন গিল; এ কীর্তিতে টেন্ডুলকার-দ্রাবিড়-কোহলিদের পেছনে ফেলেছেন তিনি। পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো সিম-বান্ধব কন্ডিশনে উপমহাদেশের কোনো অধিনায়কের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির কৃতিত্বও তার দখলে।

ইংল্যান্ড সফরকারী অধিনায়কদের মধ্যে গিলের ইনিংসটি তৃতীয় সেরা—তার ওপরে কেবল গ্রায়েম স্মিথ (২৭৭) ও বব সিম্পসন (৩১১)। ভারতের পক্ষে ইংল্যান্ডে এর আগে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন মাত্র দুই কিংবদন্তি, সুনীল গাভাস্কার (২২১, ১৯৭৯) ও রাহুল দ্রাবিড় (২১৭, ২০০২); দু'জনকেই ছাপিয়ে গিল এখন ইংল্যান্ডে ভারতের সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংসের মালিক।

গিল হলেন ভারতের ষষ্ঠ অধিনায়ক, যিনি টেস্ট ডাবল সেঞ্চুরি করলেন; তার আগে পাতৌদি, গাভাস্কার, টেন্ডুলকার, ধোনি ও কোহলি এই সম্মানে ভূষিত হন। তবে দেশের বাইরে কোহলির (২০১৬, অ্যান্টিগা) পর দ্বিতীয় ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে দ্বিশতককে ছুঁয়েছেন গিল। বয়সের বিচারে শুধুমাত্র মানসুর আলি খান পাতৌদি (২৩) ও গ্রায়েম স্মিথ (২২) তার চেয়ে কম বয়সে অধিনায়ক হয়ে ডাবল সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছিলেন।

টেস্ট ও ওয়ানডে দুই সংস্করণেই ডাবল সেঞ্চুরির পাশাপাশি টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরির কীর্তি গিলকে টেনে নিয়ে গেছে আরেক উচ্চতায়। এই ত্রি-মাইলফলক এর আগে ছিল কেবল ক্রিস গেইল ও রোহিত শর্মার ঝুলিতে; তবে ২৫ বছর বয়সে এই সাফল্যের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করা একমাত্র ক্রিকেটার এখন শুভমান গিল।

রাষ্ট্রপতি ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতার ট্রফি উন্মোচন করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর ট্রফি উন্মোচন করেছেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, খেলাধুলা শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা এবং দলগত মনোভাবকে উৎসাহিত করে। খেলাধুলার মধ্যে জনগণ, অঞ্চল এবং দেশগুলিকে যুক্ত করার অনন্য শক্তি রয়েছে। ভারতে জাতীয় সংহতির জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে খেলাধুলা। অলিম্পিক বা যে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যখন ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ওড়ে তখন দেশের সকল নাগরিক রোমাঞ্চিত হন।

তিনি আরও বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে ফুটবল এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এটি কেবল মাত্র একটি খেলা নয়, এটি একটি আবেগ। ফুটবল খেলা কৌশল, ধৈর্য এবং একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক সঙ্গে কাজ করার উপর নির্ভর করে। ডুরান্ড কাপের মতো প্রতিযোগিতা কেবল খেলার চেতনাকে উৎসাহিত করে না, বরং পরবর্তী প্রজন্মের ফুটবল খেলোয়াড়দের বিকাশে সাহায্য করে, তাদের বেড়ে ওঠার জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করে। ডুরান্ড কাপের উৎসাহ উদ্দীপনাকে ধরে রাখা এবং প্রচারের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

অবশেষে মানোলো বিদায়, ভারতীয় ফুটবলে নতুন ঘোষণার অপেক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঠিক যেন এমনটা হওয়ারই ছিল। অপেক্ষা ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার। অবশেষে হল। ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের পদ থেকে বিদায় স্পেনের মানোলো মার্কোয়েজের। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও মানোলোর গোল্ডেন হ্যান্ডশেক হয়ে গিয়েছে। জাতীয় দলের পরবর্তী কোচ কে হবে, তা নিশ্চিত নয়। তবে ভারতীয় কোচের দিকেই যে ঝুঁকে ফেডারেশন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এফসি গোয়ার কোচ ছিলেন মানোলো মার্কোয়েজ। এই স্প্যানিশ কোচ ২০২২ সালে আইএসএলে হায়দরাবাদ এফসিকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। গত মরসুমে এফসি গোয়ার পাশাপাশি ভারতের জাতীয় দলের কোচ করা হয় মানোলো মার্কোয়েজকে। এফসি গোয়ার হয়ে সুপার কাপও জেতেন। একই সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ভারতীয় দলের কোচিং নিয়ে অনেকেই সন্দীহান ছিলেন। জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে সাফল্য নেই।

ইগর স্টিমাচের কোচিংয়ে ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল মানোলো মার্কোয়েজকে। টিমের পরিস্থিতি এমনই যে সুনীল ছেত্রীকে অবসর ভেঙে ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল ফেডারেশন। মানোলোর কোচিংয়ে ৮টি ম্যাচ খেলেছে ভারতীয় দল। এর মধ্যে জয় মাত্র একটি ম্যাচে। সেটিও মলদ্বীপের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচে। তাঁর কোচিংয়ে সর্বশেষ হতাশা ১০ জুন। হংকংয়ের কাছে ০-১ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। মার্কোয়েজ বিদায়ের পর এ বার নতুন কোচের খোঁজ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR